Bhatter college ,Dantan

Department of History

Teacher name: Priyaranjan Patra

Class :2nd sem (general)

paper: DSC-1B (CC-2) Medieval India

Scanned with CamSc

৩০। কোন্ সুলতান 'লাখবক্স' নামে পরিচিত ছিলেন এবং কেন? তাঁর রাজত্বের সময়কাল কত?

উঃ কুতুবউদ্দিন আইবক 'লাখবক্স' অর্থাৎ লক্ষদাতা নামে পরিচিত ছিলেন। কুতুবউদ্দিন বহু অর্থ দান-ধ্যানে ব্যয় করতেন বলে তাঁকে 'লাখবক্স' বলা হত। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

৩১। কবে ও কীভাবে আইবকের মৃত্যু হয়?

উঃ ১২১০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে চৌঘান বা পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কুতুবউদ্দিন আইবকের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র আরাম শাহ পরবর্তী সুলতান হিসাবে ঘোষিত হন।

৩২। কবে ও কাকে পরাজিত করে ইলতুৎমিস দিল্লির সিংহাসনে বসেন? তিনি কোন্ বংশোদ্ভূত ছিলেন?

উঃ ১২১১ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবকের পুত্র আরাম শাহকে পরাজিত ও নিহত করে ইলতুৎমিস দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

তিনি ইলবারি তুর্কি বংশের লোক ছিলেন।

৩৩। ১২১৬ খ্রিস্টাব্দের তরাইনের যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়? এই যুদ্ধের গুরুত্ব কী?

উঃ ১২১৬ খ্রিস্টাব্দের তরাইনের যুদ্ধ ইলতুৎমিস ও গজনির শাসক তাজউদ্দিন ইলদুজের মধ্যে সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধে ইলদুজ পরাজিত হন। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে (১) দিল্লি সুলতানি গজনির কর্তৃত্ব মুক্ত হয়ে সার্বভৌমত্ব অর্জন করে এবং (২) মধ্য এশিয়ার রাজনীতি থেকে দিল্লি সুলতানি বিচ্ছিন্ন হয়।

৩৪। মানসেরার যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?

উঃ মানসেরার যুদ্ধ ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস এবং উচ্ ও মুলতানের শাসক নাসিরুদ্দিন কুবাচার মধ্যে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে কুবাচা পরাজিত হন।

৩৫। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে কোন্ মোঙ্গল নেতা কবে ভারত আক্রমণ করেন? এই অভিযানের ফল কী হয়েছিল?

উঃ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ খারিজমি রাজ্যের পলাতক শাসক জালালউদ্দিন মঙ্গবরনিকে অনুসরণ করে ১২২১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুনদের তীরে এসে উপস্থিত হন। ইলতুৎমিস মঙ্গবরনিকে ভারতে আশ্রয় দিতে রাজি না হওয়ায় মঙ্গবরনি পারস্যে চলে যান। চেঙ্গিস খাঁ আর ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে সিন্ধুদেশে লুটপাট চালিয়ে ফিরে যান। ফলে ভারত মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়।

Scanned with CamSc

৩৬। কে, কবে দিল্লির কোন্ সুলতানকে 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি প্রদান করেন? এই উপাধিদানের তাৎপর্য কী ছিল?

উঃ বাগদাদের খলিফা ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিসকে 'সুলতান-ই-আজম' (মহান সুলতান) উপাধি প্রদান করেন।

এই উপাধিদানের তাৎপর্য হল ঃ (১) দিল্লি সুলতানির ওপর ইলতুৎমিসের বৈধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং (২) দিল্লি সুলতানির স্বাধীন ও পৃথক অস্তিত্ব ইসলাম জগতে স্বীকৃত হয়।

৩৭। ইলতুৎমিসকে দিল্লি সুলতানির 'প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয় কেন?

উঃ ইলতুৎমিস (১) দিল্লি সুলতানিকে গজনির কর্তৃত্ব-মুক্ত একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন ; (২) মোঙ্গল আক্রমণ থেকে শিশু সুলতানি রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন ; (৩) একটি রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন ও (৪) তুর্কি আমিরদের দ্বারা গঠিত একটি শাসকশ্রেণী তৈরি করে যান। তাই ইলতুৎমিসকে দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

৩৮। 'বন্দেগি-ই-চাহালগানি' কী?

উঃ ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে তুর্কি সাম্রাজ্যের চল্লিশজন অভিজাত ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী একটি ক্ষমতাচক্র গড়ে তোলেন। এটি 'চল্লিশচক্র' বা 'বন্দেগি-ই-চাহালগানি' নামে পরিচিত। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর থেকে এই চক্র রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কিছুকালের জন্য 'রাজস্রষ্টার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

৩৯। কুতবমিনারের নির্মাণ কাজ কে শুরু করেন ও কে শেষ করেন? কার নামানুসারে এই সৌধের নাম 'কুতবমিনার' রাখা হয়?

উঃ কুতবমিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক এবং শেষ করেন ইলতুৎমিস।

সমকালীন বিখ্যাত সুফি সাধক খাজা কুতুবউদ্দিনের স্মৃতি রক্ষার্থে ইলতুৎমিস ওই সৌধের নামকরণ করেন 'কুতবমিনার'।

৪০। 'খুৎবা' ও 'সিক্কা' কী?

উঃ ইসলামি রীতি অনুযায়ী একজন সার্বভৌম মুসলমান শাসক নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান পালন করতেন, তার মধ্যে 'খুৎবা' ও 'সিক্কা' অন্যতম। 'খুৎবা' হল কোনো আঞ্চলিক বা অধীনস্থ শাসক কর্তৃক সুলতান বা সার্বভৌম শাসকের নামে প্রকাশ্যে ধর্ম-উপদেশ আবৃত্তি এবং 'সিক্কা' হল ওই সার্বভৌম শাসকের নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন।

Scanned with CamSc

৪১। সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকালের (১২৩৬-১২৪০ খ্রিঃ) গুরুত্ব কী?

উঃ সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকালের প্রধান গুরুত্ব হল ঃ (১) তিনিই হলেন প্রথম মহিলা সুলতানা যিনি দিল্লির সিংহাসনে বসেন ; (২) তিনিই প্রথম দিল্লির আমির-ওমরাহদের প্রভাব খর্ব করে রাজতন্ত্রের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করেন এবং (৩) অ-তুর্কিদের উচ্চপদে নিয়োগ করে তিনি প্রশাসনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পথ দেখিয়ে যান।

৪২। রাজিয়ার পতনের (শাসনকালের ব্যর্থতার) কারণ কী?

উঃ রাজিয়ার পতনের প্রধান কারণ দুটি ঃ (১) তিনি মহিলা বলে মধ্যযুগীয় পুরুষ-শাসিত সমাজ তাঁকে মেনে নিতে পারেনি ; (২) তিনি তুর্কি আমিরদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্যোগ নেওয়ায় ক্ষুব্ধ আমির-ওমরাহরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত হন।

৪৩। সুলতানা রাজিয়ার পরে কে দিল্লির সিংহাসনে বসেন? ইলতুৎমিসের বংশের শেষ সুলতান কে?

উঃ রাজিয়ার মৃত্যুর পর মুউজউদ্দিন বহরাম শাহ (১২৪০-৪২) দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

ইলতুৎমিসের বংশের শেষ শাসক ছিলেন নাসিরউদ্দিন মামুদ (১২৪৬-৬৬)।

৪৪। গিয়াসুদ্দিন বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উঃ বলবনের রাজাদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঃ (১) তিনি দৈবস্বত্ব রাজাধিকার তত্ত্বে এবং সীমাহীন স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। (২) ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি নিজেকে 'নায়েব-ই-খুদাই' (ঈশ্বরের প্রতিনিধি) এবং তুর্কি পৌরাণিক বীর আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলে ঘোষণা করেন। (৩) তিনি নিজেকে প্রজাদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে বলে মনে করতেন। (৪) তিনি নানা দরবারি নিয়মকানুন প্রবর্তন করে রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (৫) তুর্কি অভিজাতদের প্রভাব খর্ব করে রাজতন্ত্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেন।

৪৫। রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বলবন কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বলবন (১) দৈবস্বত্ব-নির্ভর সীমাহীন স্বৈরতান্ত্রিক রাজাদর্শ প্রচার করেন ; (২) রাজ-দরবারে নানা পারসিক প্রথা চালু করে রাজতন্ত্রকে মহিমান্বিত করেন ; (৩) উচ্চ রাজপদে অভিজাত তুর্কি ছাড়া কাউকে নিয়োগ করতেন না ; (৪) সাধারণ মানুষ ও নিম্নপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না এবং (৫) 'চল্লিশ চক্র' বা 'বন্দেগি-ই-চাহালগানি'র ক্ষমতা ও প্রভাব ধ্বংস করে রাজতন্ত্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন।

Scanned with CamSc

৪৬। 'সিজদা' ও 'পাইবস্' কী?

উঃ রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বলবন রাজ-দরবারে দুটি পারসিক প্রথা প্রবর্তন করেন—'সিজদা' ও 'পাইবস্'। 'সিজদা' হল সিংহাসনের সামনে নতজানু হওয়া এবং 'পাইবস্' হল সুলতানের পদযুগল চুম্বন। এই দুই প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল সুলতান যে সবার ঊর্ধ্বে এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ নন—তা প্রমাণ করা।

৪৭। 'মেওয়াটি দস্যু' কারা? কে তাদের দমন করেন?

উঃ দিল্লি, মেওয়াট ও সন্নিহিত অঞ্চলের রাজপুত দস্যু ও লুটেরারা 'মেওয়াটি দস্যু' নামে পরিচিত। এরা সন্নিহিত বন-জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকত এবং লুঠতরাজ চালাত।

গিয়াসুদ্দিন বলবন স্থানীয় বনজঙ্গল কাটিয়ে এবং নিষ্ঠুর দমননীতি চালিয়ে মেওয়াটি দস্যুদের দমন করেন।

৪৮। 'মোঙ্গল' কারা?

উঃ চৈনিক 'মাংকু' (যার অর্থ সাহসী) শব্দ থেকে 'মোঙ্গল' শব্দের উৎপত্তি। মোঙ্গলরা ছিল মধ্য এশিয়ার অধিবাসী এবং সাহসী ও সুনিপুণ যোদ্ধা ও লুণ্ঠনকাজে পটু। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে 'তেমুচিন' বা চেঙ্গিস খাঁ-র নেতৃত্বে এরা একটি দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হয় এবং চীন থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

৪৯। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বলবন কী কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন (বলবনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি)?

উঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বলবন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ঃ (১) সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পুরোনো দুর্গগুলির সংস্কার করে সেখানে প্রয়োজনীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয় ; (২) দিল্লিতে ১৮,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বিশেষ বাহিনী প্রস্তুত রাখা হয় এবং (৩) দক্ষ যোদ্ধা শের খাঁর মৃত্যুর পর সীমান্ত অঞ্চলকে দু'ভাগে ভাগ করে সুলতানের দুই পুত্র মহম্মদ ও বুঘরা খাঁ-র ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৫০। সুলতান মুঘিসউদ্দিন উপাধি কে গ্রহণ করেন? কে তাঁকে দমন করেন?

উঃ বলবনের রাজত্বকালে বাংলার শাসক তুঘ্রিল খাঁ ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করেন এবং দিল্লির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে 'সুলতান মুঘিসউদ্দিন' নাম নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বলবন তুঘ্রিল খাঁ-র বিদ্রোহ দমন করেন।

Scanned with CamSc

৫১। গিয়াসুদ্দিন বলবনকে দিল্লি সুলতানির 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয় কেন (বলবনের কৃতিত্বের প্রধান দিকগুলি কী)?

উঃ গিয়াসুদ্দিন বলবন (১) বিগত ত্রিশ বছরের অরাজকতা দূর করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন ; (২) একটি রাজ আদর্শ প্রচার করে রাজতন্ত্রের মহিমা বৃদ্ধি করেন ; (৩) 'চল্লিশ চক্র' বা 'বন্দগি-ই-চাহালগানি'কে ধ্বংস করে সিংহাসনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন ; (৪) মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং (৫) একটি দৃঢ় কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে দিল্লি সুলতানিকে স্থায়িত্ব প্রদান করেন। তাই তাঁকে দিল্লি সুলতানির 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয়।

৫২। বলবনের মৃত্যুর পর কে দিল্লির সিংহাসনে বসেন? বলবনী বংশের (ইলবারি তুর্কি) শেষ সুলতান কে ছিলেন?

উঃ বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র কাইকোবাদ ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

বলবনী বংশের শেষ শাসক ছিলেন কাইকোবাদের শিশুপুত্র কায়ুমার্স।

Scanned with CamSc

প্রশ্ন ৯.৮। ইলতুৎমিস সম্পর্কে কি জান? ভারতে তুর্কী শাসন সুসংহত করবার জন্য ইলতুৎমিস কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন? [ব. বি. ১৯৮৫ ;ক. বি. ১৯৮৭, '৯৩ ;বিদ্যা. বি. ১৯৯০]

অথবা, দিল্লীর সুলতানী শাসনের সংহতি সাধনে ইলতুৎমিসের অবদান আলোচনা কর।

[বিদ্যা. বি. ১৯৯৮] [ক. বি. ১৯৮৯, '৯১, '৯৭]

অথবা, সুলতান ইলতুৎমিস সিংহাসনে আরোহণকালে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? ঐ সমস্যাগুলি তিনি কিরূপে মোকাবিলা করেছিলেন? [ব. বি. ১৯৮৯]

উত্তর। **সুলতান ইলতুৎমিস (১২১১—৩৬) ঃ** দাস সুলতানী বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক শামসুদ্দিন ইলতুৎমিস্ কুতবউদ্দিনের জামাতা ছিলেন। ইলতুৎমিসের বাল্যজীবন মোটেই সুখের ছিল না। তিনি তুর্কীস্থানের ইলবারি উপজাতিতে জন্মগ্রহণ করেন ও বাল্যকালেই তিনি তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য ও প্রতিভার জন্য সকলের এমনকি তাঁর ভ্রাতাদের ঈর্ষার উদ্রেক করেন। তাঁরা এই বালককে দাসরূপে বিক্রয় করে দেন।

প্রথম জীবনে কুতবউদ্দিনের ক্রীতদাস ও পরে জামাতা

কুতবউদ্দিন এই বালকের রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়ে ইলতুৎমিসকে ক্রয় করেন। তাঁর কর্মক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে কুতবউদ্দিন তাঁকে বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন ও নিজ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। ইতিপূর্বেই কুতবউদ্দিন তাঁকে দাসজীবন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

১২১০ খ্রীষ্টাব্দে কুতবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র আরাম শাহ্ ও জামাতা ইলতুৎমিসের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধে দিল্লীর আমীরগণ ইলতুৎমিসকে সমর্থন করেন। ইলতুৎমিস শেষ পর্যন্ত আরাম শাহ্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করে ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান হন।

ইলতুৎমিসের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ

ইলতুৎমিসের ২৫ বছরের রাজত্বকালকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম ভাগে (১২১০—২০ খ্রীঃ) তিনি মূলতঃ ব্যস্ত ছিলেন তাঁর বিরোধীদের দমন করতে। দ্বিতীয় ভাগে (১২২০—২৭ খ্রীঃ) তিনি মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খানের অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। তৃতীয় ভাগে (১২২৭—৩৬ খ্রীঃ) তিনি ব্যস্ত ছিলেন নবগঠিত সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করতে এবং সাম্রাজ্যের ওপর তাঁর পারিবারিক তথা বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে।

ইলতুৎমিসের শাসনকাল

সিংহাসন অধিকার করে ইলতুৎমিস কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে তখন বিদ্রোহ এবং অরাজকতা দেখা দেয়। সিন্ধুদেশে নাসিরুদ্দিন কুবাচা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করেন। গজনীর শাসক তাজউদ্দিন ইলদিজও নিজেকে মহম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী বলে মনে করতে থাকেন এবং ভারতের উপর লুব্ধ দৃষ্টি দেন। বাংলাদেশের শাসনকর্তা দিল্লীর সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন সুলতানরূপে শাসন করছিলেন। এ ছাড়া রাজপুতানার হিন্দুরাজারা তাঁদের লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকেন। এমনকি মুসলমান আমীররা পর্যন্ত নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

ইলতুৎমিসের সমস্যা ঃ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ

Scanned with CamSc

সুলতান ইলতুৎমিস এই কঠিন সমস্যায় বিভ্রান্ত হন নি। তিনি কঠোর হাতে সকল সমস্যার সমাধান করতে অগ্রসর হন। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং প্রতিভাবান সুলতান ইলতুৎমিস একে একে সব শত্রুকে দমন করে দিল্লীতে সুলতানের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সর্বপ্রথমে তিনি আমীরদের বিদ্রোহ দমন করে সমগ্র রাজ্যে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গজনীর তাজউদ্দিন ইলদিজ ইতিমধ্যে গজনী থেকে বিতাড়িত হয়ে পাঞ্জাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিস তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন কুবাচা তাঁর নিকট পরাজিত হন। সিন্ধুদেশ ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতানের অধীনে আসে।

ইলতুৎমিস কর্তৃক বিদ্রোহ দমন

দিল্লীর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বাংলার শাসনকর্তা আলি মর্দান ও পরে গিয়াসউদ্দিন আইওয়াজ নিজেদের স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা করেন। ইলতুৎমিস প্রথমে এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হন।

সুলতান ইলতুৎমিস ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে রণথম্ভোর অধিকার করেন এবং ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে অপর একটি রাজপুত দুর্গ মান্দোর অধিকার করেন। এরপর তিনি কালঞ্জর জয় করেন। গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজা ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নিকট পরাজিত হন। এইভাবে ইলতুৎমিস একে একে কুতবউদ্দিনের সাম্রাজ্যের সকল অংশেই ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদ্রোহ দমন এবং রাজ্যবিস্তার ইলতুৎমিসের অন্যতম প্রধান কীর্তি হলেও আর এক দিক দিয়ে সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর অসাধারণ কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী চেঙ্গিজ খান সমগ্র মধ্য এশিয়া অধিকার করেছিলেন। ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিজ খান খারজিম রাজ্যের রাজধানী খিবা আক্রমণ করলে সেখানকার শাসক জালালউদ্দিন মগ্‌বারণী পলায়ন করে পাঞ্জাবে উপস্থিত হন এবং সুলতান ইলতুৎমিসের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এদিকে তাঁকে অনুসরণ করে চেঙ্গিজ খান মোঙ্গল বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাবে এসে উপস্থিত হন, ফলে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে পড়ে। বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুলতান ইলতুৎমিস জালালউদ্দিনকে আশ্রয় দেন নি, তার ফলে নব প্রতিষ্ঠিত সুলতানী সাম্রাজ্য চেঙ্গিজ খান-এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। খিবার শাসক জালালউদ্দিন আশ্রয় না পেয়ে সিন্ধু এবং উত্তর গুজরাট লুণ্ঠন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। চেঙ্গিজ খানও তাঁকে অনুসরণ করে ভারতের সীমান্ত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু চেঙ্গিজের এই আক্রমণে নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালের দিল্লীর সুলতানদের অন্যতম প্রধান চিন্তা ও ভীতির কারণ হয় মোঙ্গল আক্রমণ।

চেঙ্গিজ খান ঃ ইলতুৎমিসের কূটনীতি

এর পর তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মালবদেশ আক্রমণ করে ইলতুৎমিস ভিলসা দুর্গ অধিকার করেন এবং তারপর উজ্জয়িনী অধিকার করেন। উজ্জয়িনী শহর ধ্বংস করে তিনি সম্রাট বিক্রমাদিত্যের একটি মূর্তি দিল্লীতে নিয়ে আসেন। এরপর বলিয়ান অঞ্চল আক্রমণ করতে যাবার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইলতুৎমিসের সাম্রাজ্য বিস্তার

ইলতুৎমিসের খ্যাতি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের খলিফা তাঁকে 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে তাঁর ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এতে তাঁর, দিল্লীর ও সুলতানীর গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং দিল্লীর স্বাধীন ও পৃথক অস্তিত্ব ইসলামী জগতে স্বীকৃত হয়েছিল।

বাগদাদের খলিফার স্বীকৃতি

ইলতুৎমিসের কৃতিত্ব বিচার ঃ ১২১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছরব্যাপী রাজত্বকালে শাসনকার্যের দক্ষতার দ্বারা ইলতুৎমিস কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দিল্লীর তুর্কী

Scanned with CamSc

শাসকদের মধ্যে সুলতান ইলতুৎমিস অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সুলতানী সাম্রাজ্যকে নিদারুণ সঙ্কট থেকে মুক্ত করে তিনি একে শক্তিশালী করেছিলেন এবং এর আয়তনও বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সময় রাজ্যে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সার্থক সমাধান ইলতুৎমিসের অনন্যসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ। আমীরদের বিদ্রোহ, প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাবী, সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ যে কোন ব্যক্তিকেই হতাশ করত। কিন্তু ইলতুৎমিস এই সমূহ বিপদেও ভীত বা শঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে দৃঢ়হস্তে বিদ্রোহ দমন করে সমস্ত বিপদ থেকে নবগঠিত সুলতানী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন। শুধুমাত্র বিদ্রোহ দমনে তাঁর কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না, নতুন রাজ্য অধিকার করে নবপ্রতিষ্ঠিত সুলতানী রাজ্যের আয়তনও তিনি বৃদ্ধি করেছিলেন। ঐতিহাসিক ডঃ ইশ্বরীপ্রসার মন্তব্য করেন যে, ইলতুৎমিস নিঃসন্দেহে দাস সুলতানী বংশের প্রকৃত স্থপতি ছিলেন।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক

মানসিক ধৈর্য

বিচক্ষণ শাসক ও সমরকুশলী

সুলতান ইলতুৎমিস কেবল **সামরিক বিজেতাই ছিলেন না**। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি দিল্লীর সুলতানীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। শিল্পকলা এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। দিল্লীর কুতুব মিনার তাঁর শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস্ সিরাজের রচনা থেকে জানা যায় যে, সুলতান ধার্মিক, দয়াবান এবং নানা সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং ইলতুৎমিসকে দাস সুলতানী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসাবে গ্রহণ করতে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

শিল্প ও সংস্কৃতির অনুরাগী

Scanned with CamSc